মিন্টো'র মুরগী মাসুদ বনাম ডাঃ ওহাব দ্বন্দ

কর্ণফুলী রিপোর্ট

পুনরায় হুমকী ও সন্ত্রস্থ করার কারনে মিন্টো-বাসী মাসুদ (মুরগী মাসুদ) এর বিরুদ্ধে ল্যাকেম্বাস্থ কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব এবং বি.এন.পি অস্ট্রেলিয়ার সভাপতি ডাঃ আবদুল ওহাব লোকাল পুলিশ ও আদালতের শরনাপন্ন হতে বাধ্য হয়েছেন বলে জানিয়েছেন। গত সোমবার, ১৯/১২/২০১১, ব্যাঙ্কসটাউন লোকাল কোর্ট ডাঃ ওহাবের আবেদন গ্রহন করেন এবং আগামী ১২ই জানুয়ারী ২০১২ সকালে উক্ত আবেদনের প্রাথমিক শুনানী হবে বলে জানা গেছে।

উল্লেখ্য মাসুদ গত ২০০৯ সনে আরো একবার ডাঃ ওহাব ও তার সহযোগীদেরকে আক্রমন ও লাঞ্চিত করে কোর্ট-কাচারীতে জড়িয়ে গিয়েছিল। নিরাপত্তা চেয়ে আইনের আশ্রয় নিলে আদালত তখন ডাঃ ওহাব ও তার সহযোগীদের পক্ষে রায় দিয়ে মাসুদে'র বিরুদ্ধে এ.ভি.ও দেন। উক্ত এ.ভি.ও মেয়াদ বাড়ানোর জন্যে ডাঃ ওহাব পুনরায় আদালতে আবেদন করলে মাসুদ বিষয়টি মিমাংসা করতে মরিয়া হয়ে উঠে। সহজ-সরল ডাঃ ওহাব কমিউনিটির কয়েকজন ব্যক্তিত্বের মধ্যস্থতায় মাসুদের প্রস্তাবে তখন রাজি হন। অতঃপর তাদের উপস্থিতিতে ডাঃ ওহাবের কাছে মাসুদ করজোড়ে ক্ষমা চায় এবং লিখিত মুচলেকা দিয়ে আইনি ঝামেলা থেকে মুক্তি চায়। মাসুদ লিখিতভাবে অনেকগুলো প্রতীজ্ঞা করেছিল তার মুচলেকায়। উক্ত মুচলেকা আদালতে সাবমিট করার পরই এ.ভি.ও মামলাটি প্রত্যাহৃত হয়। মাসুদের সই করা উক্ত মুচলেকাটি আদালতের প্রাক্তন ফাইলে হেফাজত আছে বলে ডেপুটি রেজিস্ট্রারার গত ১৯ ডিসেম্বর বাদী ডাঃ ওহাবকে নিশ্চিত করেন। মুচলেকার অনেকগুলো শর্তের মধ্যে কয়েকটি উল্লেখিত শর্ত ছিলঃ (১) মাসুদ আর কখনো ডাঃ ওহাবকে সন্ত্রস্থ ও হুমকী দিবে না, (২) ল্যাকেম্বা সহ আশেপাশের কোন সার্বাবে মাসুদ আর আসবে না এবং (৩) আর কখনো মাসুদ তার মাথায় চুল-টুপি পরে নিজের আসল চেহারা লুকাবেনা। কিন্তু ডাঃ ওহাব দাবী করছেন যে মাসুদ তার প্রদত্ত মুচলেকার কোন শর্তই মানেনি, উপরন্তু সুদুর মিন্টো থেকে প্রায় ল্যাকেম্বায় এসে ডাঃ ওহাবকে হুমকী ও সন্ত্রস্থ করছে। মাসুদের একনিষ্ঠ দুজন সহযোগীর বিরুদ্ধেও মামলা করার কথা ডাঃ ওহাব ভাবছেন, যাদের একজন তারই নওয়াবগঞ্জ এলাকার লোক।

চুল-টুপি ছাড়া আসলরূপে মুরগী মাসুদ

বাংলাদেশী একজন বিশিষ্ঠ সমাজতত্ত্ববিদ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক আক্ষেপ করে বলেন মাসুদ প্রচাররোগে আক্রান্ত একজন জটিল রোগী। তাই ওর কার্যক্রমগুলোকে হাস্যকর মনে করে এড়িয়ে যাওয়াই শ্রেয়। কমিউনিটির আরেকজন বর্ষীয়ান সেবক বলেন প্রচার-রুগী হিসেবে কমিউনিটিতে মাসুদের ব্যাপক পরিচিতি আছে। তাকে সকলে এখন 'ক্লাউন' বলে মনে করে। উদাহরন হিসেবে তিনি আরো বলেন, 'আজ কে-কে হোম টাস্ক এনেছে?' এমন প্রশ্নের উত্তরে প্রাইমারী স্কুলের ছাত্ররা ক্লাশে যেভাবে হাত তোলে ঠিক তেমনি গতবছর মিন্টো এলাকার কোন একটি পার্টির সাধারণ মিটিং-এ হাততুলে মাসুদ কমিডিনিটির দৃষ্টি আকর্ষন করতে চেষ্টা করেছিল। এলাকাভিত্তিক উক্ত দলের মিটিং এ প্রশ্ন করা হয়েছিল, 'কে-কে জীবনে সাংসদ হওয়ার স্বপ্ন দেখেন?' উক্ত প্রশ্নের জবাবে প্রচার-রুগী মাসুদ ভাবে 'হাত তুলতে দোষ কি, অন্তত নামতো প্রচার হবে!' যাই ভাবা তাই কাজ। মাসুদ সবার আগেই হাত তুলে বসে। অতপরঃ ডান-বাম তাকিয়ে দেখে সভাকক্ষে দলের আরো কয়েকজন তার মত হাত তুলেছে। কিন্তু সকলের চোখ মাসুদের দিকে এবং মিটি-মিটি হাসছে। মাসুদ তাতেও দমেনি। বাড়ীতে ফিরেই সেই রাতে নামে-বেনামে বিভিন্ন কমিউনিটি মিডিয়াতে নিজের নামে নিজেই ইমেইল পাঠিয়ে সংবাদটি ছাপাতে অনুরোধ করে। যেন হাত তুলে সে বিশ্ব জয় করেছে।

মিটিং এ হাততোলা বিষয়ে তারপর দিন একটি লোকাল পত্রিকাতে মাসুদ স্বপ্রনোদিতে হয়ে সাক্ষাৎকার দিতে গেলে তারা হেসে বিষয়টি এড়িয়ে যান এবং তাকে পত্রিকা অফিস ত্যাগ করতে বলেন। দরোজাব্দি তাকে এগিয়ে দিয়ে উক্ত পত্রিকার সাব-এডিটর মন্তব্য করেন, 'তুমি স্বল্পশিক্ষিত ও হুজুগে মাতাল বাংলাদেশী কমিউনিটিকে বোকা বানাতে পারো, তবে আমাদের নয়। ধন্যবাদ'

কর্ণফুলি রিপোর্ট